পিটিশন : জিয়াউদ্দিনের প্রতি

জিয়াউদ্দিন সাহেবের বোধ হয় অনেক রাগ মুক্ত মনা'র উপর। তাই মুক্তমনা থেকে ভাল কাজে কোন initiative নেওয়া হলেও ঠিকই এর মধ্যে থেকে বদ উদ্দেশ্য খুঁজে বের করে নিয়ে আসেন। যা হোক, আমাদের পিটিশনটির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উনি সংশয় প্রকাশ করেছেন। তার অবগতির জন্য জানাই যে, মুক্তমনা থেকে এর আগেও কিন্তু পিটিশন করা হয়েছে, হিন্দু, মুসলিম নাস্তিক যেই নির্যাতিত হয়েছে, আমরা প্রয়োজন মনে করলে পিটিশন করেছি। তাই মুক্ত-মনায় শরীয়া আইনের খপ্পর থেকে আমিনাকে রক্ষা করার যেমন পিটিশন আছে, তেমনি ভাবে পিটিশন রাখা আছে গুজরাটে মুসলিম হত্যার বিচার চেয়ে, আবার পিটিশন আছে ভারতে হিন্দুত্ববাদী শক্তিগুলোকে যেন কোন রকম funding না দেওয়া হয় তার জন্য আমেরিকান কোম্পানিগুলোর কাছে আহ্বান জানিয়ে। আবার তাসলিমা নাসরিনের উপযুক্ত আইনী অধিকারের জন্যও পিটিশন করেছি এর আগে। এর মধ্যে সমস্যাটা কোথায় তা তো বুঝলাম না। আর, কোন পিটিশনের statement এর সাথে একমত না হলে সে পিটিশনে sign না করলেই তো হয় - এর পিছনের উদ্দেশ্য নিয়ে অযথা 'অনুমান' করা আর নিজস্ব অনুমানটাকেই সত্য বলে চালানোর তো কোন প্রয়োজন দেখি না।

আরেকটি ব্যাপার, আমরা পাকিস্তান, বাংলাদেশ আর ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে একই রকম ক্ষমতাশালী মনে করি না। সবাই জানে যে, পাকিস্তানের head of the state প্রধান-মন্ত্রী নন, President. বাকী দুটি দেশের সাথে সঙ্গতি রেখেই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীকে নির্দেশ করা হয়েছে, আমাদের অজ্ঞতার কারণে নয়। এই সমস্ত ছোট-খাট বিষয় নিয়ে জিয়াউদ্দিন সাহেবের 'সদালাপ' সদাই উদ্বিগ্ন কেন তাই বোঝা মুশকিল।

মুক্তমনা সম্বন্ধে কিছু প্রয়োজনীয় কথা সারি। দেবব্রত বসু সাম্প্রদায়িক লেখা লেখেন এটা তো সবাই জানে। তার ৯০ ভাগ লেখাই মুক্তমনায় মনোনীত হয় না। যে কটিও বা হয়েছে, মুক্তমনার অনেকেই তো তার লেখার প্রতিবাদ করেছেন বিভিন্ন সময়ে। আমি নিজও তার বেশ ক'টি লেখার প্রতিবাদ করেছি। তার মানে এই না যে দেব ব্রতের লেখার সাথে একমত হই না বলে তাকে ঘার ধাক্কা দিয়ে ফোরাম থেকে বের করে দেব। এক মাত্র মা-বাবা তুলে রাস্তার ভাষায় কেউ গালাগালি না শুরু করলে কাউকেই মুক্তমনা থেকে বের করে দেওয়া হয় না। দেবব্রত যেমন মুক্তমনায় লেখেন, তেমনি তার প্রতিবাদকারীরাও মুক্তমনায় লেখেন। মুক্তমনা তো কখনও বলেনি যে দেবব্রত বসু তাদের প্রতিনিধি। ভিন্নমতও তো গোলাম আজমের লেখা ছাপায় - আবার তার

বিরুদ্ধের লেখাও ছাপাচ্ছে। গোলাম আজমের লেখা ছাপাচ্ছে বলে কি ভিন্নমত গোলাম আজমের প্রতিনিধি বনে গেল? মুক্তমনায় সব ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলারই সবার অধিকার আছে। মডারেটর কাউকে উৎসাহিত করে না এই বলে যে - 'তুমি এই ধর্মের বিরুদ্ধে লেখা পাঠাও' বা বলা হয় না যে -'খবরদার এই ধর্মের বিরুদ্ধে তুমি লিখতে পারবে না'। লেখকরা যা পাঠায়, তা থকেই প্রতিদিনকার লেখা মুক্তমনায় ছাপার জন্য মনোনীত করা হয়। এখানে মডারেটরের করণীয় সামান্যই। মডারেটরই বরং লেখকদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কাছে অনেকাংশে বাঁধা।

পাকিস্তানে সিয়া মুসলিমদের উপর আক্রমন পিটিশন তৈরীর পরে হয়েছে। কিন্তু সে জন্য তো পিটিশনের আবেদন নষ্ট হয়ে যায়নি। পিটিশন তো করাই হয়েছে সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধের দাবী জানিয়ে। মুক্তচিন্তার মডারেটর আমাকে ব্যক্তিগতভাবে ইমেইল করে পাকিস্তানের মসজিদে হামলার কথা বলে পাঠকদের আরেকবার পিটিশনে সই করার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে পিটিশনটি তার ফোরামে আরেকবার পাঠাতে অনুরোধ করেছেন বলেই তা মুক্তচিন্তায় পাঠনো হয়েছে। অন্য কোন কারণে নয়। গত ২ দিনে ১৫০ জনেরও বেশী লোক এতে সই করেছে। জিয়া সাহেবের কাছেও আহ্বান, তিনি যেন ব্যাপারটার গুরুত্ব অনুধাবন করে মনের সমস্ত সঙ্কীর্ণতা ঝেরে ফেলে পিটিশনটিতে সই করেন এবং অন্যদেরও উৎসাহিত করেন।

আমাদের পিটিশনের ঠিকানাঃ
http://www.mukto-mona.com/human_rights/petition_peace/

অনেক ধন্যবাদ

অভিজিৎ